যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৩৫৮

১/ বিবিধ

আরবী

لسبق ثلاثة: فالسابق إلى موسى يوشع بن نون، والسابق إلى عيسى صاحب ياسين
والسابق إلى محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبى طالب
ضعيف جدا

رواه الطبراني (3 / 111 / 2) عن الحسين بن أبي السري العسقلاني، أنبأنا حسين الأشقر، أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا
قلت: وهذا سند ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا، فإن حسين الأشقر وهو ابن الحسن الكوفي شيعي غال، ضعفه البخاري جدا فقال في " التاريخ الصغير " (230) : عنده مناكير، وروى العقيلي في " الضعفاء " (90) عن البخاري أنه قال فيه: فيه نظر، وفي " الكامل " لابن عدي (97 / 1) : قال السعدي: كان غاليا، من الشتامين للخيرة، ووثقه بعضهم ثم قال ابن عدي: وليس كل ما يروي عنه من الحديث الإنكار فيه من قبله، فربما كان من قبل من يروي عنه، لأن جماعة من ضعفاء الكوفيين يحيلون بالروايات على حسين الأشقر، على أن حسينا في حديثه بعض ما فيه
قلت: وكأن ابن عدي يشير بهذا الكلام إلى مثل هذا الحديث فإنه من رواية الحسين ابن أبي السري عنه، فإنه مثله بل أشد ضعفا، قال الذهبي: ضعفه أبو داود، وقال أخوه محمد: لا تكتبوا عن أخي فإنه كذاب، وقال أبو عروبة الحراني: هو خال أبي وهو كذاب، ثم ساق له هذا الحديث من طريق الطبراني
وقال الحافظ ابن كثير في " التفسير " (3 / 570)

هذا حديث منكر، لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر، وهو شيعي متروك، ونقل نحوه المناوي عن العقيلي، ونقل عنه الحافظ في " تهذيب التهذيب " أنه قال لا أصل له عن ابن عيينة، وليس هذا في نسختنا من " الضعفاء " للعقيلى. والله أعلم ثم إن المناوي وهم وهما فاحشا في كتابه الآخر: " التيسير " وقال فيه: إسناده حسن أو صحيح

বাংলা

৩৫৮। অগ্রগামী হচ্ছেন তিনজন মূসা (আঃ)-এর দিকে অগ্রগামী হচ্ছেন ইউশা ইবনু নুন, ঈসা (আঃ)-এর দিকে অগ্রগামী হচ্ছে ইয়াসিনের সাথী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে অগ্রগামী হচ্ছে আলী ইবনু আবী তালিব।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবরানী (৩/১১/২) হুসাইন ইবনু আবিস সারী হতে, তিনি হুসাইন আশকার হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবনী) বলছিঃ যদিও জাল নয় এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল, কারণ এ হুসাইন আশকার হচ্ছেন ইবনুল হাসান কুকী, তিনি চরমপন্থী শীয়া। তার সম্পর্কে বুখারী বলেনঃ তিনি খুবই দুর্বল। তিনি “তারীখুস সাগীর” গ্রন্থে (২৩০) আরো বলেছেনঃ তার নিকট মুনকার রয়েছে।

উকায়লী "আয-যুয়াফা" গ্রন্থে (৯০) বুখারী হতে নকল করেছেন। তিনি বলেনঃ তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (১/৯৭) বলেছেনঃ কেউ কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর ইবনু আদী বলেনঃ এমনটি নয় যে, তিনি যে সব হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর সবই তার কারণে মুনকার। কখনও কখনও তার থেকে বর্ণনাকারীর পক্ষ হতেও মুনকার হয়ে থাকতে পারে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ইবনু আদী যেন তার এ কথা দ্বারা ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, এ হাদীসটির বর্ণনাকারী হুসাইন ইবনু আবিস সারী তিনি তার মতই। বরং তার চেয়েও বেশী দুর্বল। যাহাবী বলেনঃ তাকে আবু দাউদ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন এবং হুসাইনের ভাই মুহাম্মাদ বলেছেনঃ আমার ভাই হতে আপনারা লিখবেন না, কারণ তিনি হচ্ছেন মিথ্যুক। তিনি আরো বলেছেনঃ আবু আরূবা আল-হারানী আমার পিতার মামা, তিনিও মিথ্যুক। অতঃপর তিনি এ হাদীসটি তাবারানীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইবনু কাসীর তার “আত-তাফসীর” গ্রন্থে (৩/৫৭০) বলেছেনঃ এ হাদীসটি মুনকার। হুসাইন আল-আশকারের সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্র হতে এটি জানা যায় না। তিনি একজন শী’য়া মাতরূক।

অনুরূপ কথা মানবী উকায়লীর উদ্ধৃতিতে এবং ইবনু হাজারও “তাহযবুত তাহষীব” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ ইবনু উয়াইনা হতে এটির কোন ভিত্তি নেই।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=67943

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন